দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ১৯ JUN 1995
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৩

১৪

৮ জনের ওপর কারণ দর্শাও নোটিস

২ অধ্যাপক নিয়োগের ওপর কেন নিষেধাজ্ঞা জারি হবে না

কোর্ট রিপোর্টার ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ২ জন সহযোগী অধ্যাপক নিয়োগের ওপর কেন অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারি করা হবে না, এই মর্মে ভিসিসহ ৮জন বিবাদীর ওপর কারণ দর্শানোর নোটিস জারি করা হয়েছে।

ঢাকার চতুর্থ সহকারী জজ জেসমিন আরা বেগম রবিবার মামলাটির শুনানি শেষে এই আদেশ দেন। সেই সাথে এই নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্য বিবাদীদের প্রতি নির্দেশ দেন। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক ডঃ তারেক শামসুর রেহমান বাদী হয়ে রবিবার আদালতে এ মামলাটি দায়ের করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সদ্য নিয়োগকৃত সহযোগী অধ্যাপক পদের জন্য তিনি একজন প্রার্থী ছিলেন। মামলার আবেদনে তিনি উল্লেখ করেন, নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি মোতাবেক এই পদের জন্য প্রার্থীকে পিএইচডি ডিগ্রীধারী হতে হবে। সেই সাথে গবেষণামূলক প্রবন্ধ থাকতে হবে। কিন্তু যাদের নিয়োগ করা হয়েছে তাঁরা পিএইচডি ডিগ্রীধারী নয়। এমনকি গবেষণামূলক তেমন কোন প্রবন্ধও তাঁদের নেই। তবুও গত ১৪ জুন নির্বাচনী বাছাই কমিটি তাঁদেরই অবৈধভাবে মনোনীত করে। মনোনীতরা হলেন দিল রওশন আরা জিন্নাত নাসরিন ও খন্দকার নাদিরা পারভিন। এঁরা উভয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগেরই সহকারী অধ্যাপক হিসাবে বর্তমানে কর্মরত। বাদী তাঁর আবেদনে এই মনোনয়নকে অবৈধ ঘোষণার দাবি জানান। সেই সাথে বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের আসন্ন সভায় এই মনোনয়ন যেন চূড়ান্ত করা না হয়— এই মর্মে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আবেদন জানান। উল্লেখ্য, আজ সোমবার সিন্ডিকেটের সভা অনুষ্ঠিত হবে। আদালতে বাদীপক্ষে মামলা পরিচালনা করেন এ্যাডভোকেট লুৎফর রহমান, এ্যাডভোকেট জহিরুল ইসলাম, এ্যাডভোকেট দুলাল মিত্র প্রমুখ।

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র